দৈনিক সংবাদ

তারিখ ০৩ 2002

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

না'গঞ্জ মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : এক আয়ার প্রতি দুর্ব্যবহারকে কেন্দ্র করে শহরের মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বুধবার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ভেস্তে যায় স্কুলের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। স্কুলের কয়েকজন ছাত্রীকে মারধরের ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে স্কুলের ছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বুধবার স্কুলের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। আগের রাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবিকুন নাহার হাসমত পরির স্বামী হাসমতউল্লাহ স্কুলের আয়া পারুলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এ অভিযোগে বুধবার সকালে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বিরোধী শিক্ষকরা স্কুলের পরীক্ষা নিতে অস্বীকৃতি জানান। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা তার অনুগত শিক্ষক ও কেরানিদের নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন।

পরীক্ষা কিছুক্ষণ চলার পর প্রধান শিক্ষিকার বিরোধী শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে ছাত্রীদের জানায়, আমরা পরীক্ষা নেবো না। আজকে পরীক্ষা হবে না। তোমরা আজ চলে যাও। পরীক্ষার সময় পরে জানিয়ে দেয়া হবে।

এ সময় ছাত্রীরা নিচে নেমে প্রধান শিক্ষিকাকে পরীক্ষা হবে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, পরীক্ষা হবে। তবে যারা পরীক্ষা দেবে না তারা চলে যেতে পারে। অভিভাবক না থাকলে অভিভাবকের জন্য অপেক্ষাও করতে পারে।

ছাত্রীদের একটি অংশ চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে বিরোধী শিক্ষকরা তাদের আটকায় এবং বলেন সাংবাদিকরা এলে তোমাদের যেতে দেয়া হবে। এ সময় প্রধান শিক্ষিকার বিপক্ষের ছাত্রীরা চলে যাওয়ায় পক্ষের ছাত্রীদের আটকানোর চেষ্টা করলে দু'পক্ষের মধ্যে মারমারি, চুলাচুলি হয়। স্কুলে তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি হয়। ছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে। পরে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

প্রধান শিক্ষিকা বিরোধী শিক্ষকদের পক্ষে সানজিদা, তরুণ, নাজমা জানান, প্রধান শিক্ষিকার স্বামী হাসমতউল্লাহ স্কুলের কিছু না হলেও তিনি প্রায়ই স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও আয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অশ্লীল গালাগাল করেন। এর প্রতিবাদ জানাতেই আমরা পরীক্ষা নেয়া থেকে বিরত থেকেছি।

প্রধান শিক্ষিকা সাবিকুন নাহার হাসমত পরি বলেন, এ ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য একটি চক্র পৌর পাঠাগারে নিয়মিত বৈঠক করে এ ঘটনা ঘটায়। তাদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে আমি আগেই বিকল্প ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি নেই, কিন্তু তারা ছাত্রীদের বের করে দেয় এবং মারধর করে।